দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 1-1 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলম ৬ ...

রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারি

যশোর বোর্ড ঃ প্রধান শিক্ষকদের এক বছরের অনুদান কাটা হচ্ছে

যশোর ব্যুরো ঃ যশোর শিক্ষাবোর্ডের রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারিতে জড়িত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের এক বছর করে সরকারী অনুদান বা বেনিফিট, কেটে নেয়া হচ্ছে। এদিকে শিক্ষকদের শাস্তি বহাল রেখে বরখাস্তকৃত শিক্ষাবোর্ড কর্মচারীদের চাকরিতে পুনর্বহাল করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির যশোর শাখা। শিক্ষাবোর্ড কমিটির সভায় যে প্রতিনিধি রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারিতে জড়িতদের কঠোর সাজা প্রয়োগের পক্ষে ছিলেন, তিনিই আবার পরে কেন সাজা মওকুফের সুপারিশ করলেন, তা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারির মূল হোতা ছিলেন শিক্ষাবোর্ডের কর্মচারীদের একটি চক্র। শিক্ষাবোর্ডের পক্ষে গঠিত তদন্ত কমিটি এদের ২৩জনকে চিহ্নিত করে বিভিন্ন শাস্তির সুপারিশ করে। পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রণালয় মাধ্যমিক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। যেসব বিদ্যালয়ের একজন পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনও ভুয়া বলে প্রমাণিত হয় সেসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককেও অভিযুক্ত করা হয়। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক পত্রে জানিয়ে দিয়েছে তাদের সবার এক বছরের বেনিফিট কেটে নেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাও বহাল থাকবে।

শিক্ষক সমিতির যশোর জেলা শাখা এক বিবৃতিতে শিক্ষকদের একতরফা শাস্তি প্রদানে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে শিক্ষকদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়ে অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক। শিক্ষাবোর্ড কর্মচারীদের সাজা মওকুফ করার ঘটনারও ক্ষোভ জানিয়ে তারা বলেছে যে সব ছাত্র-ছাত্রী ১৯৯৫ সালে পরীক্ষা দেয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের পরীক্ষা প্রদানের সুযোগেরও আমরা দাবী করি। শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে অধিকাংশ প্রধান শিক্ষকই ভুয়া পরীক্ষার্থীকে সুপারিশ বা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল শিক্ষাবোর্ড কর্মচারীদের চাপে। কারণ এটা না করলে তাদের বিপদে পড়া ও হয়রানির সম্ভাবনা ছিল।